যুগান্তর

তারিখ AUG 03 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গতকাল বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনে সাক্ষ্য দেন (বাঁ থেকে)– আইজিপি মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী ও অতিরিক্ত কমিশনার জহুরুল হক; চার সহকারী প্রক্টরও এদিন তদন্ত কমিশনে হাজির হন –যুগান্তর

# সাবেক ভিসি ও প্রক্টর ঘটনার জন্য দায়ী : বললেন ৪ সহকারী প্রক্টর

যুগান্তর রিপোর্ট

অবশেষে শামসুন্নাহার হলের কলংকিত রাতে উপস্থিত চার সহকারী প্রক্টর মুখ খুললেন। বললেন, পুলিশ এদের বারণ উপেক্ষা করে নিজস্ব সিদ্ধান্তে গেট ভেঙে হলে ঢোকে। বহিরাগতদের বের করার ব্যাপারে হল প্রভোস্ট কোন সহায়তা করেননি। ছাত্রীদের বিক্ষোভের মুখে অবরুদ্ধ হয়ে সাবেক উপাচার্য ও প্রক্টর এবং বর্তমান উপ-উপাচার্যকে তাৎক্ষণিকভাবে তারা পরিস্থিতি অবহিত করেছেন। ছাত্রদল নেত্রী লুসি মোবাইলে উপাচার্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্রীদের গায়ে ছিটানোর জন্য ২৩৫ নম্বর কক্ষে পানি গরম করা হয়। ছাত্রীদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শুনেও প্রক্টর তাদেরকে বাসায় চলে যেতে বলেন। ওই ঘটনার জন্য তারা সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর নজরুল ইসলামকে দায়ী করে বলেন, উভয় পক্ষের ছাত্রীদের দাবি মেনে তারা হলে উপস্থিত থাকলে এই কলংকিত অধ্যায় রচিত হতো না। তারা জাতির সঙ্গে, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতারণা

দায়ী : পৃষ্ঠা : ১৫ ক: ১

## বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন

## পুলিশের আইজি ও ৩ কর্মকর্তার সাক্ষ্য

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশের বর্বর হামলার ঘটনা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের সামনে গতকাল পুলিশের আইজি

সাক্ষ্য : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৪

## দায়ী : সাবেক ভিসি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছেন। তারা ন্যূনতম দায়িত্বটুকু পালন করেননি। এমনকি ঘটনা জানতেন না– এই মিথ্যাচারের পাশাপাশি সহকারী প্রক্টরদের নামে তারা মিথ্যা বিবৃতি দেন। সরকারি দলের ছাত্রীদের রক্ষা করতে পুলিশি অ্যাকশন হয়েছে এবং এর দায়-দায়িত্বও সাবেক ভিসি ও প্রক্টরের বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। গ্রেফতারকৃত ছাত্রীদের মুক্ত না করেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন প্রভোস্টকে দায়িত্ব গ্রহণে সহায়তার জন্য পরদিন সকালে তাদেরকেই আবার শামসুন্নাহার হলে পাঠান। সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ বলেন, ছাত্রীদের ওপর লাঠিচার্জ ও তাদের গ্রেফতার পুরুষ পুলিশ করুক কি মহিলা পুলিশ করুক তা মানবাধিকার লংঘন করেছে।

গতকাল যুগান্তরের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ২৩ জুলাই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে অবস্থানকারী চার সহকারী প্রক্টর এই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ভিসি-প্রক্টরের নির্দেশেই আমরা সে রাতে হলে গিয়েছিলাম। নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছি। কোন রাজনৈতিক কাজে যাইনি। ওই ঘটনার কোন নৈতিক দায় আমাদের নেই বলে কর্তৃপক্ষের চাপের মুখেও পদত্যাগ করিনি। কোন মহল রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে পারে ভেবে এতদিন চুপ ছিলাম। এখন পুরো ঘটনার দায়ভার আমাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা চলছে। বিভিন্নভাবে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সেই রাতে শামসুন্নাহার হলে উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহ, ড. আবদুস সবুর মোল্লা, মুহম্মদ শফিউল্লাহ এবং ফাতেমা বেগম। প্রক্টর নজরুল ইসলাম হল থেকে ফিরে এসে তাদেরকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। ওই রাতের ঘটনা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশনের কাছে ইতিমধ্যেই তারা পৃথক লিখিত বক্তব্য জমা দিয়েছেন। আজ তারা সাক্ষ্য দেবেন।

হলে পুরুষ পুলিশ ঢুকেছিল কিনা– এ প্রশ্নের জবাবে তারা বললেন, ২৩৫ নম্বর কক্ষে মহিলা পুলিশের সঙ্গেই তো দুজন পুরুষ পুলিশ ছিল। অবরুদ্ধ ছিলাম বলে গভীর রাতে ঠিক কি হয়েছিল তা দেখিনি। তবে আতংকিত মেয়েদের দৌড়ে দৌড়ে কক্ষে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে দেখেছেন তারা। অবরুদ্ধ অবস্থায় মোবাইল ফোনে উপাচার্য ও প্রক্টরকে পরিস্থিতি অবহিত করলে তারা সেখানেই তাদের অপেক্ষা করতে বলেন। তাদের ভাষায় 'ভোর হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। ভেবেছিলাম কর্তৃপক্ষ আসবে। পুলিশ হলের ভেতরে আসবে– এটা ছিল ধারণারও অতীত।' ২৩৫ নম্বর কক্ষে অবস্থানরত মেয়েরাও কয়েক দফা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলে তারা ছাত্রীদের শান্ত করেন। গরম পানি ছিটাতে চাইলে বাধা দেন।

তাদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরও কয়েকজন সহকারী প্রক্টর থাকতেও পরবর্তী দিনগুলোতে তাদেরকেই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রেখেছেন। তাদের নামে মিথ্যা বিবৃতি প্রচার করেছেন। ওই বিবৃতিতে রাত